৯.

চণ্ডীদাস

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড

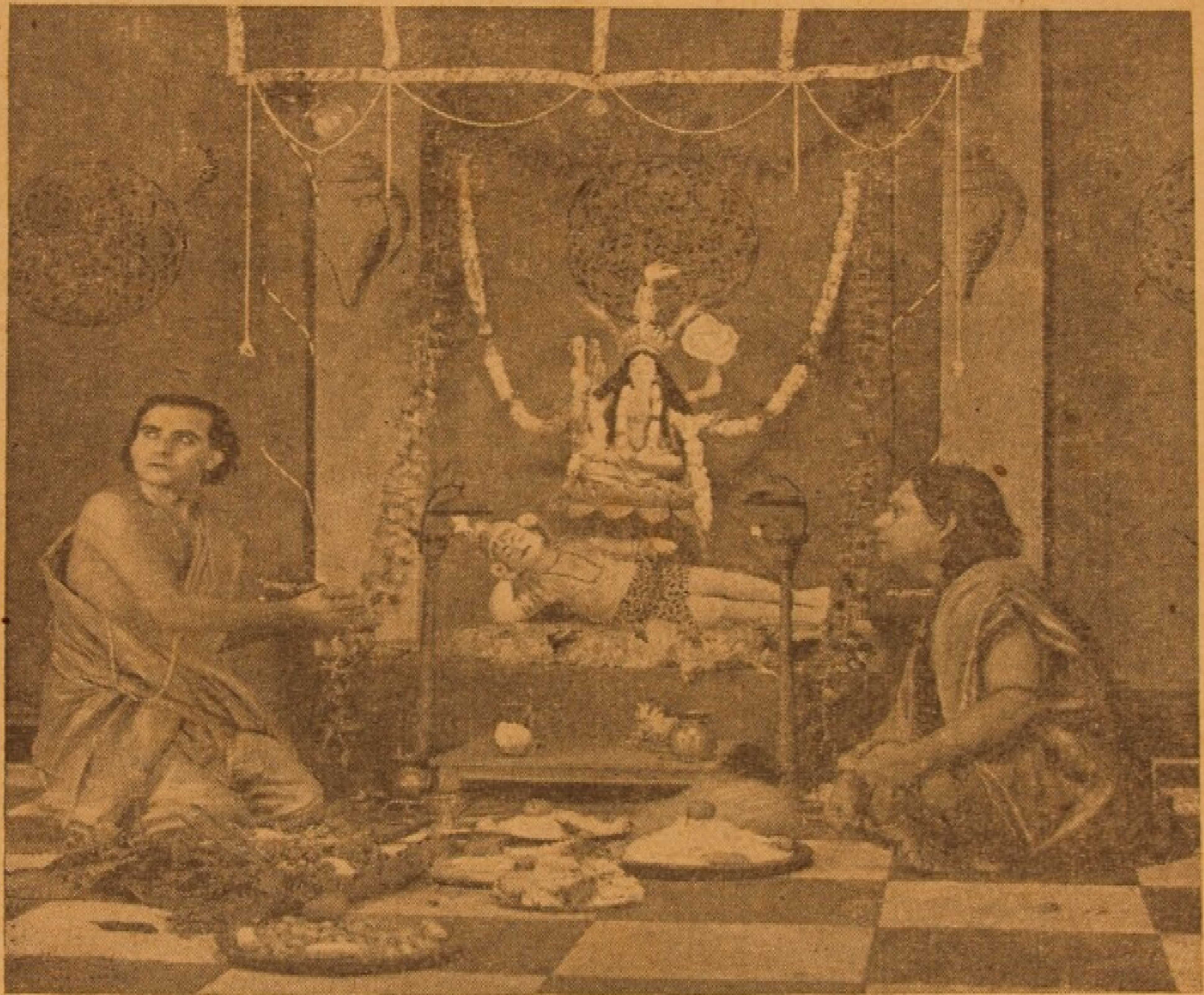

—চিত্র পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন্

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চরিত্র

চণ্ডীদাস	...	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয় নারায়ণ	...	অমর মল্লিক
আচার্য্য	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বটুক	...	ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদাম	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ-গায়ক)
চাটুয্যে	...	চানী দত্ত
রামী	...	উমাশশী
কঙ্কণ	...	সুনীলা
পরিচালক ও কথাশিল্পী		দেবকী কুমার বসু
সঙ্গীত পরিচালক	...	রাইচাঁদ বড়াল (অবৈতনিক)
চিত্রশিল্পী	..	নীতীন বসু
শব্দযন্ত্রী	...	মুকুল বসু
ব্যবস্থাপক	..	অমর মল্লিক
রসায়নাগার অধ্যক্ষ		সুবোধ গাঙ্গুলী

চণ্ডীদাস

পাঁচশো বছর আগেকার কথা।

এই বাঙ্গালারই এক পল্লীভূমিতে জাগ্রতা দেবী বাশুলীর মন্দিরে পূজারীর কাজ করিতেন তরুণ কবি চণ্ডিদাস। ধোপার মেয়ে রামী সেই মন্দিরের বাহিরে অঙ্গন মার্জ্জন করতো। কবি চণ্ডিদাস মন্দিরের কাজের অবসরে স্বরচিত গীত গুণ-গুণ করে গাইতেন—রামী মুগ্ধ হয়ে শুনতো—এবং সে ও গাইত। এমনি করে যখন কিছু কাল কেটে গেল তখন—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও চণ্ডিদাস ধোপার মেয়ে বিধবা রামীকে এমনি ভালবাসলেন যে মন্দিরের কাজ ছেড়ে মাছ-ধরার অছিলায় তিনি প্রায়ই এমন একসময়ে একটী বিশেষ পুকুরের পাড়ে এসে বসতেন যার ওপারে ঠিক সেই সময়ে—রামী আসতো ধোপার ভাঁটীর ওপরে কাপড় কাচবার জন্য।

পুকুরের এপার থেকে রামীর চোখ হতে যে-শর নিক্ষিপ্ত হ'তো—তাতে চণ্ডিদাসের মাছ-ধরার চার রোজই ঘুলিয়ে যেত; কিন্তু তাতে কি-ই বা এসে যায়।

রামী চণ্ডীদাসকে ভালবাসতো। মনে মনে সে চণ্ডীঠাকুরকে পূজা করতো। বাইরে কিন্তু রামী ছিল চণ্ডিদাসের কাছে কখনও একটী প্রহেলিকা, কখনও বা একেবারে নিঠুরা।

এমনি একদিন এক সকালে পুকুর ঘাটে কাপড় কাচতে-কাচতে রামী আপন মনে গান গাচ্ছিল, "বঁধু কি আর বলিব তোরে, অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে—সে গান গাচ্ছিল চণ্ডিদাসেরই রচিত গীতি, আর ভাবছিল তাঁকেই—। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো ওপারে—হায়, ঠাকুরটী ঠিক এসে দাঁড়িয়েছেন ছিপ হাতে ওপারে এক কাঠ-করবীর ঝোঁপের পাশে। আজ হঠাৎ রামীর চিত্তে শাশ্বত তরুণ মনের চাঞ্চল্য জেগে উঠলো তার সঙ্গীতে, তার ভঙ্গীতে, তার চক্ষের চাহনীতে! চণ্ডীদাসকে লক্ষ্য করে রামী চণ্ডীদাসেরই রচিত গানের একটি চরণ বার বার বিচিত্র ভঙ্গীতে গাইল। সে যেন চণ্ডীদাসেরই কাছে জানতে চায় যে, এই যে এমন করে রামী তাকে ভালবাসলো এখন উপায় কি হবে গো? চণ্ডীদাস উত্তর খুঁজে পান না, উত্তর যদি বা মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না। শেষে রামী যখন গান ছেড়ে দিয়ে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল তখন চণ্ডীদাস তার উত্তর খুঁজে পেলেন—"চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পিরীতি কেমন জালা।" রামীর মনে হল চণ্ডীদাসের সেই কণ্ঠস্বরে, সেই গানে, সেই ঝঙ্কারে বিশ্বের আর সব কোলাহল যেন ডুবে গেছে, সে নিজেকে নিঃশেষে সেই সবভোলা সাগরের মাঝে ডুবিয়ে দিল।

কিন্তু সে কতক্ষণ! বাঁশ ঝাড়ের পাশে এসে রামীর সেই কাঁকনমালা এতক্ষণ এই সব "ঢলাঢলি" দেখছিল; এখন সে জলের কলসীটাকে ক্রোধচঞ্চল কোমরের উপর জোর করে চেপে বসিয়ে, পৈঁছে দুলিয়ে, কাঁকন বাজিয়ে, তার পায়ের আঘাতে বনতলকে আহত করে রামীর ধ্যানমগ্ন মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। রামী বুঝেছিল তার প্রিয় সখি ক্রুদ্ধ হয়েছেন—তাই সে তার রাগ-রক্তিম গাল দুটি টিপে দিয়ে বলেছিল—"সখি সুখের সাগরে

দুখ উপজি, ভাগিল যৌবন মোর!" কাঁকনের রাগ মিটল না, সে রামীকে গাল দিয়ে চণ্ডীদাসের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘরে ফিরে গেল।

কাঁকনের রাগে রামী হেসেছিল কিন্তু পুকুরের আর এক পাড়ে এক ঝোপের পাশে লুকিয়ে গ্রামের জমিদার বিজয়নারায়ণ আর তার পার্শ্বচর বটুককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রামার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাই সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে চণ্ডীদাসকে অন্যদিনের মত পথের পাশে গাছের আড়ালে তারই দর্শন আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কঠিন কণ্ঠে বলেছিল—"আর যদি কোনদিন তুমি পুকুর ঘাটে এসো তাহলে আমি আর এখানে আসবো না।" চণ্ডীদাস বলেছিলেন তিনি আর কোনদিন পুকুরে আসবেন না।

কিন্তু শুধু পুকুর ঘাটেই দেখা বন্ধ হ'ল না, মন্দিরেও দেখা বন্ধ হলো। জমিদার বিজয়নারায়ণ মন্দিরের রক্ষক, তাই তিনি মন্দিরের প্রধান আচার্য্যকে জানালেন যে রামী ধোপানী আর মন্দিরের অঙ্গন মার্জ্জনা করতে আসতে পাবে না। প্রিয় শিষ্য চণ্ডীদাসের ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় আচার্য্য তখুনী রামীর আসার পথ বন্ধ করলেন। মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করাই জমিদারের উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তরুণী বিধবা রামীর পবিত্রতা নষ্ট করা এবং তিনি বুঝেছিলেন যে, চণ্ডীদাসের ভালবাসার গণ্ডীর বাহিরে রামীকে টেনে না আনতে পারলে তার মনের গণ্ডীর ভিতরে জমীদারের প্রবেশ পথ চিরকালই রুদ্ধ থাকবে।

রামী সব বুঝিল। বাহিরে সে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো। হয়তো ভিতরেও সে কঠিন হয়ে যেত কিন্তু তাতে বাধা ছিল তার আশ্রয়দাতা, তার সই কাঁকনের স্বামী—শ্রীদাম।

শ্রীদাম অন্ধ, শ্রীদাম বৃষ্টি-রৌদ্রে শীত-গ্রীষ্মে, তার ঘরের দাওয়ায় বসে একটী সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা করে। শ্রীদাম ছিলেন যেন ভাবের অগ্রদূত। তাই কাঁকন যখনরাগের মাথায় মাটির কলসী ভেঙে রামীকে গাল দিয়ে বলে—"গাল দিয়ে যদি তার পিরীতির ভূত ছাড়াতে না পারি তাহলে মা বাশুলীর মন্দিরে মানসিক করে হত্যা দেবো সে মরুক—সে মরুক—সে মরুক।"

পুকুর ঘাট হতে সন্থ প্রত্যাগত রামী সে কথা শুনে মৃদু হেসে গান ধরে, "মরিব মরিব সখি, আমি নিশ্চয় মরিব।" কিন্তু তার হাসি, কাঁকনের রাগ সমস্ত মিলিয়ে যায় যখন শ্রীদাম রামীর গান নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলে—"আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।"

শ্রীদাম কাঁদে, রামী কাঁদে, কাঁকন মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে রামীর কোলে উঠে।

পার্শ্বচর বটুক এসে জমিদারকে বললে, "রামী কিছুতে রাজী হলো না।" জমীদার বললেন—"সোহাগ দেখিয়ে মেয়েছেলে বশ হয় না। তারা বশ হয় ভয়ে, তারা বশ হয় পুরুষের শক্তি দেখে।"

তাই সেদিন যখন জমীদারের মানত পূজার সময়ে তিনি রামী ধোপানীকেও মন্দিরের দরজায় পূজার্থিনী বেশে দেখলেন তখন শক্তিমান জমীদার নিজের শক্তি দেখাবার জন্য অস্পৃশ্য ধোপানীর পূজার ফুল পদতলে দলিত ক'রে তাকে মন্দিরের দুয়ার হতে দূর করে দিলেন এবং সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে জমীদার সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ, এঁদের যে-কোন আদেশ অমান্য করার জন্য যে শাস্তি পেতে হবে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন।

মন্দির দ্বারে হতে বিতাড়িতা—নির্য্যাতিতা, আহতা রামীকে নিজের কোলের কাছে টেনে অন্ধ শ্রীদাম গেয়েছিল।

"আজ তুমি হায় ভুলেছ শ্যাম
তোমার এই শ্যামল ধরা।"

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায়। রামীও আর পুকুর ঘাটে যায় না। লোকে বলে রামী অসুস্থ—চণ্ডীদাসও তাই শুনেছিলেন। তাই একদিন আশঙ্কায় কম্পিত চরণে যখন তিনি রামীর বাড়ীর দরজায় এলেন তখন সই কাঁকনমালা বললো—সই খায় না, ঘুমোয় না, খালি কাঁদে। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। চণ্ডীদাস আরও শুনলেন যে জমীদার ও আচার্য্যের নিষেধ না মেনে রামী তখন বাশুলীর মন্দিরেই গেছে।

বাশুলীর মন্দিরে চণ্ডীদাস যখন গেলেন তখন রাত্রির অন্ধকারে একা রামী দেবীর মন্দিরের বাহিরে দাঁড়িয়ে কেঁদে এই প্রার্থনা জানাচ্ছিল—"মাগো, এই কর যেন চণ্ডীঠাকুর আমার সুমুখে আর কোন দিন না আসে।" বুকের সব কথা কণ্ঠে চেপে ধরে চণ্ডীদাস ফিরে চলে গেলেন।

এমনি করে দুটী অন্তর পরস্পরকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে দিল। বিরহের মাঝে তাদের মিলন নিবিড় হয়ে উঠলো।

কিন্তু সমাজপতি ব্রাহ্মণ-জমিদার যেদিন রামীকে পেলেন না সেদিন তিনি তাঁহার পরিচয় দিলেন। রামীর আশ্রয়দাতা অন্ধ শ্রীদামের বাস্তু ভিটা অগ্নিদাহে দগ্ধ করলেন।

গৃহহারা হয়ে কাঁকন মাটীতে লুটিয়ে পড়লো। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটিকে কোলে নিয়ে বললেন—"কাঁকন চল, গ্রাম ছেড়ে—চলে যাই?"

"কোথায় গো?"

"যে-ঘর তোমার কোনদিন পুড়বেনা—সেই ঘরের উদ্দেশে।"

তাঁরা চলে গেলেন। তাঁদের পিছনে সমাজ-লাঞ্ছিতা, নির্য্যাতিতা—মূর্চ্ছিতা রামীকে বুকে তুলে নিয়ে চণ্ডীদাসও চলে গেলেন গ্রাম ছেড়ে—কোথায়—কে জানে!!

গীত।

(১)

বঁধু, কি আঁর বলিব তোরে !
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা॥
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমাকে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখনি যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া
সহজ কুলের বালা—
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা॥

(২)

সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে যমুনারি তীরে।
সুরে তা'র প্রেমের ধারা ভাসিয়ে দিল ধরণীরে॥
আকাশ বাতাস উতলা কি
গাইলো সে সুর বনের পাখী।
উজল হলো সারা নিখিল
সিনান করি প্রেমের নীরে॥
আজ তুমি হায়, ভুলেছ শ্যাম—
তোমার এই শ্যামল ধরা,—
দেখি রক্ত-রেখায়, হিংসা-লেখায়,
কলুষে তায় চিত্ত-ভরা।
এসো এসো দুঃখহরণ, আর্ত্তজনের জীবন শরণ
এসো তেমনি সুরে বাজিয়ে বাঁশী
এসো এসো ফিরে।

(৩)

গগনে অব ঘন মেঘ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥
সজনি, আজু তুরদিন ভেল।
কান্ত হমারি নিতান্ত অগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরহি মোর।

(৪)

শতেক বরষ পরে বধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইল হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ ॥
রস ভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁকো মিলনে আজি নিভাওল আনল
পাওল বিরহক ওর।

(৫)

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধু—ঐখানে থাক
মুকুর লইয়া তব চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নায়নের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজি ভাল।
অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।

আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকেরি মাঝে।
সিন্দূরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীল কমল মলিন হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙাড়ী লইল সেহ ॥

(৬)

ফরে চল ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে র।
চাওয়া পাওয়া হিসাব মিছে—
আনন্দ আজ আনন্দ রে ॥
আকাশ ভরা জোছনা ধারা—
বাতাস বহে বাঁধন হারা
*   *   *   *
মরণ-নীল সাগর হতে
জীবন বহে সুধা-স্রোতে
মরণে জীবন, জীবনে মরণ
ভয় কি-বা, কি-বা দুঃখ রে ॥
আকাশে পাখী কহিছে গাহি
মরণ নাহি—মরণ নাহি—
দিন রজনী জীবন-ধারা ঐ যে ঝরে ঐ যে ঝরে ॥

1932

Eureka Publicity Service, 157-B, Dharamtala Street, Calcutta.

1932